ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 156 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩১২ ● কলকাতা ● ০৪ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ২১ নভেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 119

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

ঐ আদিবাসী বস্তিতে কোন বৈদ্য বা চিকিৎসক থাকে না। একদম অনুন্নত এলাকা। ওদের কাছে না আছে কোন ঔষধ, আর না আছে কোন উপকরণ। তারা সবাই প্রকৃতির উপর আর প্রকৃতির স্পন্দনের উপরই নির্ভরশীল থাকে।

ক্রমশঃ

৬ ডিসেম্বর বাংলায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বাবরি মসজিদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালের আগে নিজের নতন দল গড়ার ঘোষণা করেছিলেন। তবে তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে দলের বিরুদ্ধে মাঝেমাঝেই সুর চড়াতে শোনা গিয়েছে তাঁকে। তিনি, হুমায়ুন কবির। এহেন হুমায়ুন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, মুর্শিদাবাদে আগামী ৬ ডিসেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে বাবরি মসজিদের। উল্লেখ্য, বেলডাঙায় বাবরি মসজিদ স্থাপন করার বিষয়ে এর আগেও ঘোষণা করেছিলেন তিনি।এদিকে দলের অনুষ্ঠানে না যাওয়ার বিষয়ে হুমায়ুনের স্পষ্ট যুক্তি, বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের এই অনুষ্ঠানটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি। তিনি বলেন, '১৯৯২ সালে আমাদের বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছিল। সেই দিনটিকে আমরা কালা দিবস

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

দুষ্কৃতী তাণ্ডবে তপ্ত পাথরপ্রতিমা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিডিও-র গাড়িতে আগুন! দুষ্কৃতী তাণ্ডবে উত্তপ্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাথরপ্রতিমায়। বেশ কয়েকটি বাইকেও আগুন। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ দোকান-বাড়িতেও। ঘটনাস্থলে তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা। দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারির দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাথরপ্রতিমার গোপালনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দুর্গা গোবিন্দপুর এলাকায় রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী তান্ডব।এখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে পুলিশকর্মীরাও বালতি নিয়ে জল ঢেলেছে। " তবে তিনি এটাও স্বীকার করেছেন, এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীরা গ্রেফতার হয়নি। এলাকার এক বাসিন্দা, যাঁর দোকান পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা, তিনি বলেন, "আমার দোকানে আগুন ধরিয়ে পালিয়ে যায়। ভিতরে দুটো সিলিন্ডার ছিল। কোনওক্রমে সেগুলোকে বার করি। নাহলে ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটত।"পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মধ্যরাতে দুষ্কৃতীদল গ্রামে ঢোকে। কোনওরকমের প্ররোচনা ছাড়াই গ্রামে তাণ্ডব শুরু করে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হল তিনটি দোকান, বেশ কয়েকটি বাড়ি ও গোয়ালঘর। পুড়িয়ে দেওয়া হল পাথরপ্রতিমার বিডিওর গাড়ি ও বেশ কয়েকটি বাইক। পুড়ে মৃত্যু হয়েছে বেশ কয়েকটি গবাদি পশুর।

গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা এই তাণ্ডব চালায়। খবরব দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে। সকাল থেকে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা।

পাথরপ্রতিমার তৃণমূল বিধায়ক সমীর জানা সকালে এলাকা পরিদর্শন করেছেন। তিনি দ্রুত দোষীদের গ্রেফতারের দাবি তুলেছেন। পাথরপ্রতিমার বিধায়ক সমীর জানা বলেন, "দুষ্কৃতীরা এলাকায় বিভিন্ন জায়গায় চুরি করে বেড়ায়। এলাকার মানুষরা ভালভাবেই জানেন।

যে দেখলাম, একজন ব্যক্তির কাজ এটা নয়। একটা গ্যাং কাজ করেছে। একই সঙ্গে একই সময়ে একাধিক গ্রামবাসীর বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে।" পুলিশ সক্রিয় ছিল বলেই জানালেন বিধায়ক। তিনি বলেন, "পুলিশ খবর পাওয়া মাত্রই এসেছিল।

প্রিয়াঙ্কার স্বামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল ইডি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিপাকে সোনিয়া গান্ধীর জামাই তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর স্বামী রবার্ট বদ্রা। আর্থিক তছরুপ মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিল ইডি। ইউপিএ জমানায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ৪০০ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারির বিরুদ্ধে।৫৬ বছরের রবার্ট একজন উদ্যোগপতি। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় দেখা যায়, তিনি সাংসদ হতে চান। ভোটের আগে কংগ্রেসের টিকিট চেয়ে রীতিমতো দরবার করেছিলেন। দল প্রার্থী করেনি। এমনকী, তাঁর স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী উপনির্বাচনে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার

এরপর ৩ পাতায়

শিলিগুড়িতে উদ্ধার ৩০ লক্ষ টাকা, জঙ্গি যোগ?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিলিগুড়ি: দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণের পরেই বাংলাজুড়ে জারি রয়েছে কড়া নিরাপত্তা। বেড়েছে তল্লাশি। আর সেই তল্লাশি চালাতে গিয়ে যে এভাবে রাশি রাশি টাকা বেরোবে তা ভাবেনি পুলিশ! ট্রাফিক সিগন্যাল না মেনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বাইক আরোহীর! সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে থামিয়ে তল্লাশি চালাতেই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কর্তাদের চোখ কপালে!পুলিশ সূত্রে খবর, যুবকের বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। ফলে মহম্মদ ওয়াসিমকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য। বলে রাখা প্রয়োজন, দিল্লি বিস্ফোরণের পরেই বাংলার বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালিয়েছে এনআইএ। এমনকী বাংলার এক চিকিৎসককে আটক করে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেন এনআইএ আধিকারিকরা। জানা যায়, ওই চিকিৎসক ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করা হয়। যদিও পরে ছেড়েও দেওয়া হয়। এই ঘটনার মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের যুবকের ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমান টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।যুবকের সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার রাশি রাশি ৫০০ এবং ২০০ টাকার নোট। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এরপরেই ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিপুল পরিমাণ এই নগদ কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতের সঙ্গে কোনও জঙ্গি যোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি শহরের হাসমি চক এলাকায়। জানা যাচ্ছে, ধৃত যুবকের নাম মহম্মদ ওয়াসিম। সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সম্প্রতি দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণ এবং বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে ওঠায় স্পর্শকাতর 'চিকেনস নেক' অর্থাৎ শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তার বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে নেপাল ও বাংলাদেশ সীমান্ত। বাগডোগরা বিমানবন্দর এবং এনজেপি রেল স্টেশনে যেমন নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। একইভাবে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন সড়কে দিনরাত চলছে পুলিশের টহল, নাকা তল্লাশি। বুধবার রাতে পুলিশের তল্লাশির সময় ধরা পরে মহম্মদ ওয়াসিম।

বাইকপ্রেমীরা রাস্তায় নতুন এক আধিপত্যের অনুভূতি পাবেন; কোমাকি ইলেকট্রিক লঞ্চ করেছে MX16 Pro, দাম শুরু হচ্ছে ₹1,69,999 থেকে

কলকাতা, নভেম্বর ২০২৫

একটি শীর্ষস্থানীয় বৈদ্যুতিক যানবাহন ব্র্যান্ড, কোমাকি ইলেকট্রিক, বোল্ড ডিসাইন এবং উন্নত ইভি ইঞ্জিনিয়ারিং সহ রাইডিংকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য MX16 Pro লঞ্চ করেছে। রিইনফোর্সড মেটাল বডি ক্রুজার বাইকটি 1,69,999/- টাকায় পাওয়া যাচ্ছে যা প্রতিটি রাইডে শক্তি এবং আরাম প্রদান করে রাস্তায় ব্যতিক্রমী নিয়ন্ত্রণ প্রদর্শন করে। এটি অতুলনীয় স্থায়িত্ব, প্রভাব প্রতিরোধ এবং দীর্ঘমেয়াদী নির্ভরযোগ্যতার প্রতীক, প্রতিটি রাইডে দৃঢ় এবং সুসংহত অভিজ্ঞতা প্রদান করে। ডুয়াল টোন এবং জেট ব্ল্যাক দুটি রঙের ভেরিয়েন্টে উপলব্ধ, এটি ভিজ্যুয়াল আবেদনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, গাড়ির নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে।

বাজারে অন্যান্য ইলেকট্রিক ক্রুজার দামের প্রায় অর্ধেক দামে পাওয়া গেলেও, এটি পারফরম্যান্স এবং বৈশিষ্ট্যের সাথে কোনও আপস করে না। গাড়িটি অতুলনীয় পারফরম্যান্স, আরাম এবং রেঞ্জের নিশ্চয়তা দিয়ে যাত্রাকে অবিস্মরণীয় করে তোলার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বাইকটিতে একটি 5 kW বিএলডিসি হাব মোটর এবং একটি 4.5 kWh ব্যাটারি রয়েছে যা একবার চার্জে 160-220 কিলোমিটার রেঞ্জ সরবরাহ করে। MX16 প্রো 15-20 টাকা চার্জে 200 কিলোমিটার পর্যন্ত রেঞ্জ সরবরাহ করে, যেখানে একটি প্রচলিত পেট্রোল টু-হুইলারে একই দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় 700 টাকা খরচ হতে পারে। এটি MX16 প্রো কে পেট্রোল বাইকের তুলনায় প্রায় 5 গুণ বেশি সাশ্রয়ী করে তোলে। এর পাশাপাশি, একটি 5 kW (6.7 hp) উচ্চ-টর্ক মোটর শক্তিশালী ক্রুজিং পারফরম্যান্সকে সহজ করে তোলে। 80kph এর সর্বোচ্চ গতি অর্জন করে, বাইকটি সমস্ত ভূখণ্ড মসৃণভাবে এবং স্থিতিশীল হ্যান্ডলিং সহ চালনার জন্য আদর্শ।

এই ইলেকট্রিক ক্রুজার বাইকটিতে একটি বিশেষ ট্রিপল ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম রয়েছে যা প্রতিটি যাত্রায় নিখুঁত ব্রেকিং নিয়ন্ত্রণ, স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষা অর্জন করে। মসৃণ টর্ক, প্রশস্ত সিট এবং কম ভাইব্রেশন ডিসাইন সুবিধার সাথে, এটি যাত্রাকে স্বাভাবিক এবং অনায়াস করে তোলে। একই সাথে, MX16 Pro তার স্টাইলের মাধ্যমে রাস্তায় একটি বিবৃতি তৈরি করে, যেখানে প্রসারিত ফ্রেম, প্রিমিয়াম ডিটেলিং এবং আরাম-কেন্দ্রিক ডিসাইন দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য। উপরন্তু, ডুয়াল ডিস্ক ব্রেক এবং অ্যাডজাস্টেবল সাসপেনশন গাড়ির উপর আরও ভাল নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে।

একই সাথে, এটি উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাকআপের সাথে আসে যার মধ্যে রয়েছে একটি ফুল কালার TFT ডিসপ্লে, ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি, ক্রুজ কন্ট্রোল, বিপরীত সহায়তা, রিজেনেরেটিভ ব্রেকিং, একটি অটো মেরামত সুইচ এবং পার্ক সহায়তা, যা আরও স্মার্ট এবং মসৃণ ক্রুজিং সক্ষম করে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, কোমাকি ইলেকট্রিক ভেহিকলসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা গুঞ্জন মালহোত্রা বলেন, "ইভি সেগমেন্টে MX16 প্রো-এর লঞ্চকে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এটি মূলত শক্তিশালী কর্মক্ষমতা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং অতুলনীয় আরামের মিশ্রণের লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে যাতে সপ্তাহান্তে আরামদায়ক ড্রাইভ থেকে শুরু করে প্রতিদিনের ড্রাইভ পর্যন্ত প্রতিটি যাত্রা উপভোগ্য হয়।"

কোমাকি MX16 সমস্ত অনুমোদিত ডিলারশিপ থেকে এবং অনলাইনে https://komaki.in/mx16/ ওয়েবসাইটে কেনা যাবে।

(২ পাতার পর)

প্রিয়াঙ্কার স্বামীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিল ইডি

পরও স্ত্রীর সেই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রবার্ট বঢরা ফের সাংসদ হওয়ার সুপ্ত বাসনা প্রকাশ করে ফেলেন। তবে তাঁর সেই অনুরোধে পাত্তা দেয়নি হাত শিবির।সেই মামলায় তদন্ত করতে গিয়ে গান্ধী পরিবারের জামাইয়ের যোগ খুঁজে পায় ইডি। এবার জমা পড়ল অভিযোগপত্র (যা চার্জশিটের সমতুল)।

গত জুলাইয়েই রবার্ট বঢরাকে জেরা করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডির নোটিস পাওয়ার পর দিল্লির এপিজে আব্দুল কালাম রোডের ইডি অফিসে যান তিনি। এদিকে এই মামলায় ইডির আবেদনে সাড়া দিয়ে গত ৫ জুলাই বঢরা ঘনিষ্ঠ অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয়কে পলাতক ঘোষণা করে দিল্লির আদালত। বর্তমানে ইংল্যান্ডে রয়েছেন অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয়।

২০২০ সালে ১৫ জুলাই ইংল্যান্ডে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলেও সে সময় ১.২ মিলিয়ন ডলার এবং পাসপোর্ট জমা রেখে জামিন পেয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকে সেন্ট্রাল লন্ডনে গৃহবন্দি অবস্থায় থাকছিলেন। রোজ থানায় দেখা করতে হত তাঁকে। ভারত সরকার সঞ্জয়কে দেশে ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা করছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ইউপিএ জমানায় প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চুক্তির জন্য ৪০০ কোটি টাকা বিদেশি সংস্থার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি। বিদেশে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। দুবাইতে একাধিক সংস্থার সঙ্গে অবৈধ লেনদেন করেন বলেও অভিযোগ।

(১ম পাতার পর)

৬ ডিসেম্বর বাংলায় ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন বাবরি মসজিদের

হিসেবে পালন করি। ঠিক করেছি,মুর্শিদাবাদেই বাবরি মসজিদ গড়ে তোলা হবে। একটি ট্রাস্টি বোর্ড তৈরি হবে।' এদিকে ৬ ডিসেম্বর দলের যুব, ছাত্র, সংখ্যালঘু সহ দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনকে দায়িত্ব দিয়ে বড় জমায়েতের পরিকল্পনা নিয়েছে দল। তবে সেদিনই রাজ্যের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ হুমায়ুনকে দেখা যাবে না দলের মঞ্চে।আর এবার তিনি জানিয়ে দিলেন, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের বার্ষিকীতে মুর্শিদাবাদে একই নামের আরও একটি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হবে।

এদিকে আগামী ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন সংহতি দিবসের ডাক দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা উপস্থিত থাকবেন। তবে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবেন না ভরপুরের তৃণমূল বিধায়ক। এক সংবাদ চ্যানেলকে হুমায়ুন বলেন, '৬ ডিসেম্বর সংহতি দিবসে উপস্থিত থাকতে পারব না। ওই দিন এখানে ইসলাম সমাজের ধর্মগুরুরা থাকবেন। মদিনা থেকে একজন আসবেন। এছাড়াও দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই থেকে আসবেন অনেকে। আব্বাস সিদ্দিকিকেও আমন্ত্রণ জানাব। আমার ধারণা বাবরি মসজিদের শিলান্যাসে ২ লক্ষ লোক থাকবেন। শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, উত্তরবঙ্গ এমনকী বীরভূম থেকেও প্রচুর মানুষ আসবেন।'

সম্পাদকীয়

'মাসের মাথায় GenZ আন্দোলনে ফের উত্তাল নেপাল!

মাঝে হয়তো দু'মাসের ব্যবধান। নেপালের জেন-জি বিক্ষোভের ক্ষত এখনও তরতাজা। কীভাবে হিমালয়ের কোলের একটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, তা দেখেছে গোটা বিশ্ব। দক্ষিণ এশিয়ায় শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশের পর তৃতীয় গণঅভ্যুত্থানের তালিকায় নাম জুড়ে গিয়েছিল নেপালের। তারপর কত জলই না বয়ে গিয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত কার্ফু জারি করেছে জেলাশাসকের দফতর। এদিন নেপালের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশে শান্তি ফেরানোর বার্তা দিয়েছেন। কোনও রাজনৈতিক উস্কানিতে বিক্ষোভকারীদের পা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তিনি। বুধবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী দফতর একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে। সব রাজনৈতিক দলগুলির নেতাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।'সেখানে নতুন সরকার এসেছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী এসেছে। সবটাই অন্তর্বর্তী। কিন্তু পরিস্থিতি কিছুটা হলেও স্বাভাবিক হয়েছে। এবার যেন সেই স্বাভাবিকতার ছন্দপতন।

কাটল তাল। মাতল যুব প্রজন্ম। বৃহস্পতিবার নেপালের বারা জেলায় নতুন করে কার্ফু জারি করলেন জেলাশাসক। পথ দখল করল তরুণরা।

কিন্তু হঠাৎ করে এই বিক্ষোভের অর্থ কী? কোন সূত্রে তপ্ত নেপাল? বেশ কিছু সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার থেকেই চড়েছে পারদ। নেপালের সীমারায় পথে নামে যুব-তরুণরা। এবারও দাবি সেই এক সরকার বদলের।

কেউ কেউ বলছেন, এই বিক্ষোভকারীরা ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কেপি ওলি শর্মার সমর্থক ও সিপিএন-ইউএমএল-র কর্মী। এদিন পথে নেমে মিছিল করে যুব বিক্ষোভকারীরা। তারপর বচসা বাঁধে দলেরই দু'পক্ষের মধ্যে। যা কয়েক মিনিটেই নিয়ে নেয় চূড়ান্ত রূপ। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পরিণত হয় আন্দোলনে।

মাঝে মধ্যে ওঠে সরকার বদলের স্লোগানও। বুধবার পেরিয়ে বৃহস্পতিবার বাড়ে বিক্ষোভের ঝাঁঝ। পুলিশের সঙ্গে দফায় দফায় হাতাহাতি জড়ায় তাঁরা। ইতিমধ্যেই দু'জন তরুণ বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ। এরপরই কার্ফু জারি করে বারা জেলাশাসক।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বারোতম পর্ব)

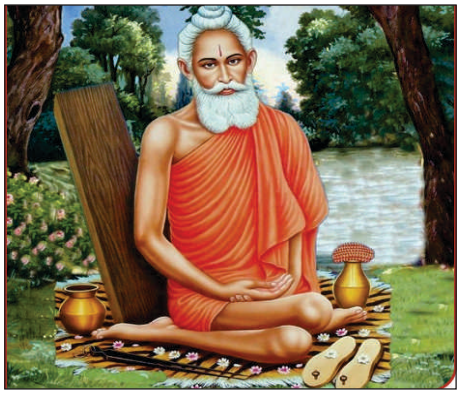

এরপর সারা ভারত এবং বাংলাদেশে প্রচারবিমুখ বাবা লোকনাথের অসামান্য যোগশক্তির কথা; প্রচার করে বেড়ান এই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তখন থেকেই মানুষ বাবা লোকনাথ সম্পর্কে জানতে পারেন।

লোকনাথ বাবার বারদী আসা নিয়েও আছে গল্প। সীতাকুন্ডু থেকে বাবা লোকনাথ চলে আসেন দাউদকান্দি। এখানেই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাংলায় এবার কি বিহারের পুনরাবৃত্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিএলও অ্যাপে বড়সড় বদল। আর সেই বদলকে ঘিরেই রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন ঝড়। নির্বাচন কমিশন মঙ্গলবার রাতে অ্যাপে যুক্ত করল এমন এক অপশন, যার সাহায্যে ইনিউমারেশন ফর্ম আপলোডের ভুল সংশোধন তো করাই যাবে, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে 'আনম্যাপ'ও করতে পারবেন বিএলওরা।এই পরিসংখ্যানই রাজনৈতিক মহলের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। তাদের প্রশ্ন—'বিএলওর কাজ ফর্ম বিলি, সংগ্রহ ও আপলোড করা। বাদ দেওয়ার ক্ষমতা তাঁদের কেন?' স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব পড়লে, তার দায় নেবে কে? পশ্চিমবঙ্গে এবার কি বিহারের পুনরাবৃত্তি?

কমিশন অবশ্য আশ্বস্ত করছে—অপশনটি আনা হয়েছে স্বচ্ছতা এবং ফর্ম-আপলোডের ভুল কমানোর জন্যই। কিন্তু রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে। নতুন ক্ষমতা কি মাঠপর্যায়ে স্বচ্ছতা বাড়াবে, নাকি বিতর্কের নতুন আগুন জ্বালাবে—এখন সেটাই দেখার।কমিশনের দাবি—বিএলওদের থেকেই একাধিক অভিযোগ এসেছিল, ভুল সংশোধনের সুযোগ না থাকায় শাস্তির মুখে পড়তে হচ্ছিল মাঠকর্মীদেরই। অভিযোগের ভিত্তিতেই এনে দেওয়া হল এই 'করেকশন' সুবিধা। বুধবার সকাল থেকেই চালু হয়েছে নতুন অপশন। অনেক বিএলওরই বক্তব্য, এতে কাজের সুবিধা বাড়বে, ভুলভ্রান্তি কমবে।

কিন্তু এখানেই শুরু বিতর্ক (New Controversy)। রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছেন—এত

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

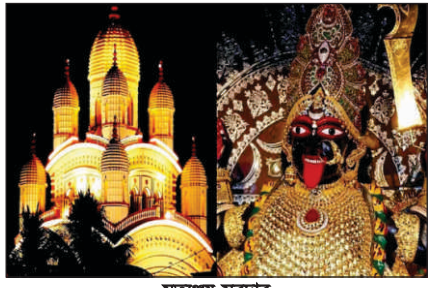

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাঁহার মূর্তির মুখ্যতঃ দুই ভেদ আছে, একটি নীল বা কৃষ্ণ বর্ণের, আর-একটি রক্ত বর্ণের। কৃষ্ণমূর্তিতে তিনি হন কৃষ্ণযমারি এবং রক্তমূর্তিতে তাঁহার নাম হয় রক্তযমারি।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা ও দায়িত্বশীল তথ্য ব্যবহারের জন্য নাগরিক-কেন্দ্রিক পরিকাঠামো

নতুন দিল্লি, ১৭ নভেম্বর,২০২৫

(শেষ পর্ব)

ডিপিডিপি কীভাবে আরটিআই আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে

DPDP আইন ও DPDP নিয়ম নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকারকে প্রসারিত করার পাশাপাশি তা RTI আইনে প্রদত্ত তথ্যের অধিকার সঙ্গে কীভাবে সমন্বয় সাধন করে, তাও পরিষ্কার করে। DPDP আইনে আনা পরিবর্তনগুলি RTI আইনের 8(1)(j) ধারাকে এমনভাবে সংশোধন করেছে যাতে গোপনীয়তা ও তথ্যপ্রাপ্তি, দুই অধিকারই সমানভাবে বজায় থাকে। এই সংশোধন সুপ্রিম কোর্টের 'পুট্টস্বামী রায়'-এ ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সংশোধনটি ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না। এটি কেবল বলে যে, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের আগে গোপনীয়তার স্বার্থ বিবেচনা করতে হবে ও সতর্কভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একই সঙ্গে RTI আইনের 8(2) ধারা সম্পূর্ণভাবে কার্যকর থাকে, যেখানে জনস্বার্থ ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্ভাবনাকে ছাড়িয়ে গেলে তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে।

এর ফলে, RTI-এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির চেতনাও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং DPDP কাঠামোর দেওয়া গোপনীয়তার সুরক্ষাও নিশ্চিত হয়।

উপসংহার

ডিজিটাল পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট এবং DPDP নিয়ম দেশকে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তোলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এগুলি ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিষ্কার নির্দেশনা দেয়, ব্যক্তির অধিকারকে শক্তিশালী করে এবং সংস্থাগুলির জন্য কঠোর দায়িত্ব নির্ধারণ করে। এটি এমন একটি কার্যকর কাঠামো যা বিস্তৃত জনপরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি, ফলে এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, বাস্তবসম্মত এবং নাগরিকের প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই কাঠামো ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশকে সমর্থন করে এবং একই সঙ্গে গোপনীয়তাকে এর অগ্রগতির কেন্দ্রস্থলে রাখে। এখন এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায়, ভারত আরও নিরাপদ, স্বচ্ছ ও উদ্ভাবনবান্ধব তথ্য ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যা নাগরিকদের আস্থা বাড়ায় এবং ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করে।

(৪ পাতার পর)

বাংলায় এবার কি বিহারের পুনরাবৃত্তি

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা মাঠপর্যায়ের কর্মীদের হাতে তুলে দিলে অপব্যবহারের আশঙ্কা থেকেই যায়। বিশেষত বিহার এসআইআরের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সামনে রেখে তাদের প্রশ্ন, ''যোগ্য ভোটারকে কি রাজনৈতিক চাপে আনম্যাপ করা হবে না?''

স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিহারের খসড়া ভোটার তালিকার ঘটনাও। সেখানে মৃত বা রাজ্যছাড়া দেখিয়ে বাদ গিয়েছিল প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম; সীমান্ত অঞ্চলে সর্বাধিক বাদ। ৫০ বছরের কম বয়সী বহু মানুষকে মৃত দেখানো হয়েছিল, এমনকি ভাগলপুরের এক বুথে বাদ যায় ৫৬টি নাম—তার মধ্যে ৫০ জনের বয়সই ৫০-এর নিচে!

পরে শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপে কমিশন বাধ্য হয় পুনরায় যাচাই করতে। শুধু পূর্ণিয়াতেই খসড়া তালিকার ১.৯ লক্ষ বাদ যাওয়া নামের মধ্যে ৮৩ হাজার ফেরাতে হয়েছিল। গোটা বিহারেই শেষ পর্যন্ত বাদ থাকা ভোটারের সংখ্যা নেমে আসে ৪৭ লক্ষে—অর্থাৎ চাপে পড়ে এবং নতুন ভোটার যুক্ত হওয়ায় ২১ লক্ষেরও বেশি নাম ফের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে
কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর
Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)
Mobile : 9564382031

হাসিনার সিদ্ধান্ত বাতিল, তদারকি সরকার ব্যবস্থা ফেরাল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: মানবতাবিরোধী অপরাধের শাস্তি হিসেবে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড সাজা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আওয়ামী লীগের আরও দুই নেতার একই সাজা ঘোষণা হয়েছে। তবে শেখ হাসিনা আর একজন অপরাধী এখন পলাতক। জানা গিয়েছে, ভারতেই গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন শেখ হাসিনা।

২০১১ সালের ১০ মে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিলের রায় দিয়েছিল সুপ্রিমকোর্টের তৎকালীন আপিল বিভাগ। এরপর ৫ অগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর আবারও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ফেরানোর লড়াই শুরু হয়। এরপর চলতি বছরের ২৭ অগস্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন মঞ্জুর করেছিল সুপ্রিমকোর্ট। আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।দেশে ফিরলেই তাঁর ফাঁসির সাজা কার্যকর হবে। গত ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আদালত এই ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করেছে। গতবছর বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের সময় চাপের মুখে পড়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন শেখ হাসিনা।

বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ চালাচ্ছে। যার মাথায় বসে আছেন নোবল জয়ী মোল্লা ইউনূস। তবে আগামী বছর বাংলাদেশে নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু তার আগেই হাসিনার সিদ্ধান্ত বাতিল করে তদারকি সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে দিল বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট। এবার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বৈধ উল্লেখ করে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের রায় দিল আপিল বিভাগ। আজ বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকাল ৯ টা ৪০ মিনিট নাগাদ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বে ৭ বিচারপতির পূর্ণাঙ্গ আপিল বিভাগ এই ঐতিহাসিক রায়টি ঘোষণা করেছেন।

বেঞ্চের আরও ৬ বিচারপতি ছিলেন, বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলাম, বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরী, বিচারপতি মো. রেজাউল হক, বিচারপতি এস এম ইমদাদুল হক, বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি ফারাহ মাহবুব। এদিন রায় ঘোষণার সময় আপিল বিভাগের এজলাস কক্ষ কানায় কানায় ভর্তি ছিল। আইনজীবী এবং দেশটির গণমাধ্যমকর্মীরা আপিল বিভাগের এজলাস কক্ষে ভিড় জমিয়েছিলেন। এদিন রায় ঘোষণার সময় আপিল বিভাগ জানিয়েছে, বর্তমানে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাই এই সরকারের অধীনে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর চতুর্দশ সংসদ নির্বাচন থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কার্যকর হবে। সুপ্রিম কোর্টে গত ১১ নভেম্বর থেকে শুনানি শুরু হয় এই মামলার। রায় ঘোষণার দিনক্ষণ ২০ নভেম্বর ধার্য করা হয়েছিল। সেইমতো আজকের শুনানি শেষে বিএনপি, জামায়াত ও আপিলকারীদের আইনজীবীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরবে। কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে। আর চতুর্দশ সংসদ নির্বাচন হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে।

বিএলওদের 'দুর্দশা'র কথা উল্লেখ করে কমিশনকে চিঠি মমতার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিএলওদের দুর্দশা এবং অপর্যাপ্ত পরিকাঠামোর কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এহেন গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রক্রিয়া শেষ করা সম্ভব নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা, প্রবল চাপে যেভাবে বিএলওরা কাজ করছেন তাতে ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত বিধানসভার ভোটারদের ডেটা আপলোড করা সম্ভব কিনা। শুধু তাই নয়, চরম চাপের মুখে ভুল বা অসম্পূর্ণ ফর্ম জমা পড়তে পারে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে প্রকৃত ভোটারদের ভোটাধিকার বঞ্চিত হতে পারে বলেও চিঠিতে উল্লেখ। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের দাবি জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া যাতে স্থগিত করা হয় সেই আবেদনও রাখেন্ কমিশনকে লেখা চিঠিতে।ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকবে। সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী হবেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ প্রশাসনিক প্রধানের। একইসঙ্গে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে লেখা চিঠিতে সিইও দপ্তরকেও একহাত নেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এই পরিস্থিতিতে সাহায্য না করে কিংবা সময়সীমা না বাড়িয়ে কলকাতার সিইও দপ্তর 'ভয়' দেখাচ্ছে। বিএলওদের শোকজ করা হচ্ছে। এমনকী কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও চিঠিতে উল্লেখ মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর দাবি, গ্রাউন্ড রিয়্যালিটি বুঝতে অস্বীকার করছে কমিশন।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিপুল কাজের চাপে ইতিমধ্যে রাজ্যে এক বিএলও মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। আরও একাধিক বিএলও অসুস্থ বলে খবর। এছাড়া প্রক্রিয়া শুরু হওয়া ইস্তক প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোনও না কোনও প্রান্ত থেকে আতঙ্কে আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। স্বাভাবিকভাবেই একের পর এক ঘটনায় উদ্বেগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা নিয়ে আগেই সমাজ মাধ্যমে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সে কথা উল্লেখ করে সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

চিঠিতে তিনি আরও লিখছেন, বাংলায় এসআইআর পরিস্থিতি উদ্বেগজনক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। যেভাবে আধিকারিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা খুবই বিপজ্জনক। তবে বিএলওদের যে সবথেকে বেশি চাপের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে তাও চিঠিতে তুলে ধরেন প্রশাসনিক প্রধান। শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়কেও চিঠিতে তুলে ধরেন তিনি।

সিনেমার খবর

এখনকার প্রজন্ম জামাকাপড়ের চেয়ে দ্রুত সঙ্গী বদলায়: টুইঙ্কেল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চারদিকে এত এত সম্পর্ক ভাঙার খবর। অথচ এর মাঝেও দিব্যি সুখের সংসার টুইঙ্কেল খান্নার। বলিউড অভিনেতা অক্ষয় কুমারের সঙ্গে দুই যুগের দাম্পত্যজীবন। সন্তানদের নিয়ে সুখেই আছেন এই তারকা যুগল।

সম্প্রতি একটি টক শোতে বর্তমান প্রজন্মের সম্পর্ক ভাঙাগড়ার বিষয়ে মন্তব্য করেন অভিনেত্রী। যা নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

টুইঙ্কেল বলেন, এখনকার প্রজন্ম জামাকাপড়ের চেয়ে দ্রুত সঙ্গী বদলায়। কারণ, লোকে কে কী বলছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না তারা। আগেকার দিনের মানুষরা পরকীয়া লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।

এ সময় তার পাশেই ছিলেন কাজল, ফারাহ খান ও অননন্যা পাণ্ডে। টুইঙ্কেলের এমন মন্তব্যে অবাক হয়ে যান তারা।

অভিনেত্রীর এই মন্তব্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই পক্ষে-বিপক্ষে চলছে জোর আলোচনা। কেউ কেউ বলছেন, অভিনেত্রীর এই জবাব নিঃসন্দেহে অত্যধিক বুদ্ধিদীপ্ত। আবার কারও কারও দাবি, তিনি আদতে খুবই বাজে কথা বলেছেন। বর্তমান প্রজন্ম নিয়ে তার ভাবনাচিন্তা যে মোটেও ভালো নয়, এই মন্তব্য সে প্রমাণ দেয়।

তবে টুইঙ্কেলের মন্তব্যকে সমর্থন করে কেউ কেউ বলেন, সত্যিই বর্তমানে সম্পর্কের বুনন অনেক আলগা হয়ে গিয়েছে। তাই ক্রমাগত বিচ্ছেদ বাড়ছে।

রেকর্ড পারিশ্রমিকে রাজামৌলির সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একসময় নিয়মিত ভারতীয় সিনেমায় কাজ করা সাবেক বিশ্বসুন্দরী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এখন যুক্তরাষ্ট্রে থিতু হয়েছেন। হলিউডে নিজের ক্যারিয়ার গড়ার দিকেই এখন বেশি মনোযোগ তার। তবে প্রায় ছয় বছর আবার ভারতীয় সিনেমায় হাজির হচ্ছেন তিনি। এবার তাকে দেখা যাবে 'বাহুবলী' খ্যাত নির্মাতা এস এস রাজামৌলির সিনেমায়।

ভারতীয় গণমাধ্যম পিংকভিলাকে সিনেমার সঙ্গে যুক্ত একটি সূত্র জানিয়েছে, রাজামৌলির নাম ঠিক না হওয়া সিনেমার জন্য বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪১ কোটি টাকা পাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা! রাজামৌলির অন্য কোনো সিনেমার নায়িকা আগে এত পারিশ্রমিক পাননি। হিন্দি সিনেমার নায়িকাদের যা পারিশ্রমিক হয়, এটা তারও প্রায় দ্বিগুণ।

তার এই সিনেমায় আছেন দক্ষিণী তারকা মহেশ বাবু। সিনেমার বাজেট এক হাজার কোটি রুপি!

সিনেমার একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, 'এ কারণেই এত দেরিতে প্রিয়াঙ্কার নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি নিজের পারিশ্রমিকের বিষয়ে একচুলও ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। আর কেনই-বা ছাড় দেবেন? শুধু পুরুষ তারকারাই কেন বড় অঙ্ক পাবেন?'

প্রিয়াঙ্কার আগে দীপিকা পাড়ুকোন ছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিক পাওয়া অভিনেত্রী। 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবির জন্য তিনি নিয়েছেন ২০ কোটি রুপি। আলিয়া ভাট ছবিপ্রতি ১৫ কোটি, আর কারিনা কাপুর খান, ক্যাটরিনা কাইফ, কিয়ারা আদভানি, নয়নতারা, সামান্থা রুথ প্রভুদের পারিশ্রমিক ১০ কোটি রুপির আশপাশে। এবার তাদের সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া।

প্রিয়াঙ্কা ভারতে সবশেষ ২০১৯ সালে 'দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন।

'আমার সোনার বাংলা' আমাদের গান: নচিকেতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি নিয়ে জোর চর্চা চলছে পশ্চিমবঙ্গজুড়ে। সম্প্রতি এ গান গাওয়া নিয়ে ভারতের এক রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে 'দেশদ্রোহিতার' অভিযোগ। এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী নচিকেতা চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, এটা আমাদের গান। রবীন্দ্রনাথের গান মানে এটা আমার দেশের গান। আসলে আমাদের দেশের রাজনীতিকরা খুবই মূর্খ! এদের আর কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। এদের শুধু করুণা করা যায়।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদাহরণ টেনে নচিকেতা বলেন, দুর্গাপুরে এসে নরেন্দ্র মোদি নিজেই তো বলে গিয়েছিলেন 'আমার সোনার বাংলা'। তখন তো কিছু হলো না। তার মানে স্পষ্ট, এরসঙ্গে দেশের কোনো সম্পর্ক নেই। আসলে কতগুলো লোক বাঁদরামি করছে।

মঞ্চে এই গান গেয়েছেন নচিকেতা নিজেও। তিনি বলেন, বহুবার গেয়েছি। কেন গাইব না! রবীন্দ্রনাথের গান গাইব না কেন? আসলে আমাদের দেশের এই রাজনীতিবিদগুলোকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, গত ২৭ অক্টোবর 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গেয়ে তোপের মুখে পড়েন আসাম রাজ্যের সিনিয়র কংগ্রেস নেতা বিধুভূষণ দাস। এরপরই আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা তার বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' মামলা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গানটি গেয়ে প্রতিবাদ জানান। যার জেরে অভিভাবকদের 'চিঠি' পাঠিয়ে সতর্ক করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

আসছেন মেসি, সেলফি তুলতে কত খরচ হবে জানেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৩ ডিসেম্বর ভারত সফরে আসার কথা রয়েছে আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসির। তাকে ছুঁয়ে দেখার সুযোগ পাবেন ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা।

যুবভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে হতে চলেছে অনুষ্ঠান। এরপর ১৪ তারিখ মুম্বাই ও ১৫ তারিখ দিল্লিতে যাবেন আর্জেন্টাইন এই সুপারস্টার।

ভারত সফরে GOAT কাপ ও কনসার্টে অংশ নেবেন মেসি। তাকে দেখার জন্য সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। তবে মেসির সঙ্গে সেলফি তোলা এবং হ্যান্ডশেক করার ব্যবস্থা করেছেন আয়োজকরা।

১৪ বছর পর মেসি ভারতে আসছেন। শেষবার তিনি এসেছিলেন ২০১১ সালে আর্জেন্টিনা দলের সঙ্গে। কলকাতায় একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলেন। এবার মেসি একা আসছেন। তাই এবার মেসিকে ভক্তদের আরও কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টার কোনও কমতি রাখছেন আয়োজকরা।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, মেসিকে দেখার জন্য মিট অ্যান্ড গ্রিট সেশন রাখা হয়েছে। এ জন্য রয়েছে বিভিন্ন প্যাকেজ। এটা আপাতত ইনভাইট অনলি, অর্থাৎ, আমন্ত্রণ না থাকলে করা যাবে না।

এই প্যাকেজের দাম মাথাপিছু ৯.৯৫ লাখ টাকা + GST। এক্ষেত্রে একজন ফ্যান মেসির সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। তুলতে পারবেন ছবি এবং একটি অটোগ্রাফ জার্সি পাবেন। সঙ্গে রয়েছে লাঞ্চ এবং ইভেন্টে আসা সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ।

ফাদার এ্যান্ড সন এক্সপিরিয়েন্স

এক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি তার এক সন্তানকে নিয়ে দেখা করতে পারবেন মেসির সঙ্গে। খরচ হবে ১২.৫০ লাখ টাকা +GST। এক্ষেত্রেও মেসির সঙ্গে কথা বলা, ছবি তোলা এবং দুইজনকেই মেসি সই করা জার্সি দেবেন। সঙ্গে লাঞ্চ এবং সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ রয়েছে।

কোনও পরিবার চাইলে দেখা করতে পারবেন মেসির সঙ্গে। পরিবারের চারজন সদস্যের জন্য খরচ হবে ২৫ লাখ টাকা। এক্ষেত্রেও GST আলাদা। সঙ্গে মেসির সঙ্গে কথা, ছবি, চারটে অটোগ্রাফ জার্সি, খাবার এবং সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

কর্পোরেট প্যাকেজ

কোনও কর্পোরেট সংস্থা চাইলে মেসির সঙ্গে সংস্থার প্রচার করাতে পারবে। সঙ্গে সংস্থার ১০ জন সাক্ষাৎ করতে পারবেন। খরচ হবে ৯৫ লাখ টাকা। সংস্থা মেসির সঙ্গে তাদের ব্র্যান্ডের প্রচার করতে পারবে। মেসিকে মেমেন্টো দিতে পারবে। বাকি প্যাকেজের মতো এখানেও জার্সি, লাঞ্চ ও ছবি আছে।

স্যামসনের বদলে চেন্নাইয়ের দুই ক্রিকেটার চাচ্ছে রাজস্থান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজস্থান রয়্যালস উইকেটকিপার-ব্যাটার সাঞ্জু স্যামসন ফ্র্যাঞ্চাইজিটি ছাড়তে ইচ্ছুক, তা ইতিমধ্যেই জানা গেছে। সাঞ্জুকে দলে নিতে আগ্রহী চেন্নাই সুপার কিংস, তবে রাজস্থান সাঞ্জুর বদলে চেন্নাইয়ের দুই ক্রিকেটারের দাবি করেছে।

সূত্রের খবর, রাজস্থান চায় রবীন্দ্র জাদেজা ও স্যাম কারেনকে চেন্নাই থেকে পেতে। চেন্নাই রাজি জাদেজাকে ছাড়তে, তবে তার নিজস্ব সম্মতি থাকা আবশ্যক।

তবে রাজস্থানের নতুন দাবিতে শ্রীলঙ্কার পেসার মাথিশা পাথিরানাকে চাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। চেন্নাই এ ব্যাপারে রাজি নয় এবং শুধু জাদেজা ও কারেন ছাড়তেই প্রস্তুত। ধোনি এবং কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং এ নিয়ে আলোচনা করছেন এবং বিকল্প সমাধান খুঁজছেন।

জাদেজা আইপিএলে দীর্ঘ সময় চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেছেন, তবে তার শুরু রাজস্থানে। অন্যদিকে সাঞ্জু স্যামসন রাজস্থানের হয়ে ১১ বছর খেলেছেন এবং অধিনায়কত্বও করেছেন।

এবারও ভারতে হবে না আইপিএল নিলাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফ্র্যাঞ্জাইজি ক্রিকেটের সবচেয়ে জনপ্রিয় আসর হলো ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)। ২০০৮ সালে টুর্নামেন্ট শুরুর পর থেকে জনপ্রিয়তায় আকাশ চুম্বি।

ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আবু ধাবিতে আইপিএলের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫-১৬ ডিসেম্বরের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এই ইভেন্টের জন্য। টানা তৃতীয় বছরের মতো বিদেশে আয়োজিত হবে আইপিএল নিলাম।

গত দুইবার আইপিএলের নিলাম সৌদি আরব ও দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এবার আবুধাবি আয়োজক শহর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। ভারতে নিলাম আয়োজন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, তবে আপাতত বিদেশে আয়োজনের ধারাই বজায় থাকছে।

নিলামের আগে প্রতিটি দল ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত তাদের খেলোয়াড়কে ধরে রাখার জন্য বাছাই করতে পারবেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR